যায়যায়দিন

তারিখ 11 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

রাজশাহীর নামিদামি কলেজে ভর্তি হতে পারছে না মেধাবীরা

রাজশাহী অফিস

আসন সঙ্কটের কারণে এবার রাজশাহীর নামিদামি কলেজে ভর্তি হতে পারছে না অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী। সঙ্কট নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় শিফট চালুর সিদ্ধান্তও ঝুলে রয়েছে। ফলে নামকরা কলেজগুলোর ভর্তি সম্পন্ন হলেও সঙ্কট থেকেই গেছে। অন্যদিকে নগরীর বেশ কিছু কলেজে এখনো ভর্তি চলছে।

ভালো কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষ বলছে, এ বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এতোই বেশি যে কিছু করার নেই। দ্বিতীয় শিফট চালু হলে হয়তো এ সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল। নগরীর নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফরিদা সুলতানা জানান, দ্বিতীয় শিফট চালু হলে আসন সঙ্কট অনেকটা কমে যেতো। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতার কারণে তাদের কলেজে এবারো চালু সম্ভব হলো না দ্বিতীয় শিফটের কার্যক্রম। নগরীর অন্য কলেজগুলোতেও একই অবস্থা বিরাজ করছে বলে জানান অধ্যক্ষ ফরিদা।

জানা গেছে, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের বেঁধে দেয়া নিয়মে এখানকার কলেজগুলো প্রাপ্ত জিপিএর ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। নগরীর ভালো কলেজগুলোর মধ্যে নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ অন্যতম। এখানে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য- এ তিন বিভাগে মোট ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। সরকারি মহিলা কলেজে মানবিকে ৩৫০, বাণিজ্যে ২৫০ এবং বিজ্ঞানে ৬০০ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সরকারি সিটি কলেজে মানবিকে ৩০০, বিজ্ঞানে ৬০০ এবং বাণিজ্যে ৩০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, সংরক্ষিত কোটার আওতায় এসব কলেজে ১০ ভাগ শিক্ষার্থী গ্রামের স্কুল থেকে উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে নেয়া হয়েছে।

তবে নগরীর বরেন্দ্র কলেজ, শাহ মখদুম কলেজ, কোর্ট কলেজ, উপশহর মহিলা কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, বঙ্গবন্ধু কলেজসহ নগরীর অন্য কলেজগুলোতে এখনো ভর্তি চলছে। এসব কলেজে ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন কতো পয়েন্ট লাগবে এ রকম কোনো নির্ধারিত নিয়ম নেই। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মোটামুটি ফল করেছে এমন শিক্ষার্থীরা সেখানে ভর্তি হচ্ছে।